এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০২২

জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী ২০২৩

আলো চতুর্ত্রিংশ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২
পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-
প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, শুভ্রান্ত ঘটক, তৃষিত সেনগুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-
অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১
২. উত্তর-সম্পাদকীয় ৩
৩. কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ৫
৪. শিক্ষা : আলোর অধিকার সবার
অম্লান দে ৮
৫. প্রসঙ্গ : মাইনর মিনারেল
প্রণবেশ পুরকাইত ১১
৬. সমিতিগত তৎপরতা ১৬
৭. স্মৃতিলেখ : সমর তালুকদার
সুপ্রসন্ন রায় ৩১
৮. স্মরণ ৩২

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠ-প্রচ্ছদ : শিল্পী সোমনাথ হোর (১৯২১-২০০৬)

সম্পাদকীয়

এগোতে হবে সামনের দিকে

রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাস্তায় রাত কাটাচ্ছেন বকেয়া ডি.এ.-এর দাবীতে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে, চাকুরীপ্রার্থী হবু শিক্ষকরা যোগ্যতার নিরিখে নিয়োগের দাবীতে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করেছেন মাসের পর মাস; কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই। তাঁরা ব্যস্ত অবৈধ নিয়োগকে বাতিল করার হাইকোর্ট প্রদত্ত নির্দেশকে মান্য না করার রাস্তা খুঁজতে। হাজার হাজার শূন্যপদ পূরণ না করার পাশাপাশি কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে 'দুষ্টচক্র' সক্রিয় নানা উপায়ে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপকে মান্যতা প্রদানে, পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিকে বানিয়ে তোলা হচ্ছে 'দুর্নীতি'র আখড়া, ধ্বস্ত হচ্ছে 'গণতন্ত্র' ও 'বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ধারণা, সাধারণ৭ মানুষের

প্রাত্যহিক রুটি-রুজির লড়াইকে, জনজীবনের জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকে পাশ কাটিয়ে মিথ্যা 'লড়াই' আর মেকি কলহের ফাঁদ পাতা হচ্ছে নিপুণ হাতে।

'কর্পোরেট' আগ্রাসন আর লুণ্ঠনের ব্যাপকতা দেশজুড়ে 'ধান্দার ধনতন্ত্র'-এর কুৎসিত রূপকে প্রতিনিয়ত বে-আব্রু করে তুলছে। 'বিকাশ' আর 'উন্নয়ন'-এর গালভরা বুলি, চমক-ধমক আর গিমিকের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা জনজীবনের প্রতিটি অংশের জীবনমানের ওপর নঞর্থক প্রভাব ফেলছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা তাঁদের শেখাচ্ছে—সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়া এই অলাতচক্র থেকে নিষ্ক্রমণের কোন পথ নেই। পথ খুঁজতে মরিয়া জনতার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইকে বে-পথু করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর ফন্দি-ফিকিরের অভাব নেই; কিন্তু মানুষ জাগছে, আরো বেঁধে বেঁধে থাকার প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত হচ্ছে সংগ্রামের মঞ্চ। ভয় পাচ্ছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কারবারী আখের গোছানোয় ব্যস্ত রাজনীতিকরা। যতই ভয় পাচ্ছে—ততই যে-কোন ধরণের ভিন্নমত, প্রতিবাদী-কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার ঘটছে হামেশাই। কিন্তু এখন আর পিছন ফিরে তাকানোর সময় নেই, এই সময় সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলার, লড়াইকে সংহত করার সময়, শাসকের চোখ-রাঙানি বা 'অনুগ্রহ' বিতরণের তঞ্চকতাকে উপেক্ষা করে চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য চেতনা ও ঐক্যের হাতিয়ারকে শানিত করে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, আমার-আপনার-আমাদের সকলের। জনতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রতিরোধ চূর্ণ করুক অন্তরের সব অবরোধ, বাধার সারি সারি পাঁচিলগুলোকে অতিক্রম করার সংগ্রামী স্পর্ধা মাথা তুলে দাঁড়াক অমিত তেজে। কবির সেই অমোঘ বাণী প্রাণিত করুক প্রতিরোধের সংগ্রামকে—

"যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

উত্তর-সম্পাদকীয়

পরিস্থিতি ও ইতিকর্তব্য

স্বৈরতন্ত্রের বাড়বাড়ন্তের মধ্য দিয়ে সরকারি কর্মচারী বা ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিক হিসাবেই শুধু নয়, অর্জিত অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সামগ্রিকভাবে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার আজ আক্রান্ত। রাষ্ট্রীয় পরিষেবাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার চরম সংকোচন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, কর্মচারী ছাঁটাই-স্থায়ীপদের বিলুপ্তিকরণ ও অস্থায়ী স্বল্পমেয়াদী নিয়োগের আয়োজন, রাষ্ট্রীয় সম্পদের নীলাম, দেশের প্রাকৃতিক তথা জলবায়ুগত ভারসাম্যের তোয়াক্কা না করে পুঁজিপতিদের বেপরোয়া মুনাফা লোটার ব্যবস্থা, লাগামছাড়া দুর্নীতি-স্বজনপোষণ, জনপ্রতিনিধিদের নীতিবোধের দৈন্যের প্রকটতা সর্বস্তরে বিরাজমান।

বকেয়া মহার্ঘভাতা জনিত বঞ্চনা, সার্বিক ক্যাডার স্বার্থে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের টালবাহানার সঙ্গে নিয়মিত বদলি ও পদোন্নতি না হওয়া আমাদের ক্যাডারের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রশাসনের এক অংশের দ্বারা হড়্যরানি, মিডিয়ার অপপ্রচার, অপর্যাপ্ত কর্মচারী ও পরিকাঠামো নিয়ে নাগাড়ে ছুটিরদিনেও অফিস করার যন্ত্রণা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক বাতাবরণ না থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ হয় না। একটা দমবন্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। তবে বর্তমান সময়কালে সরকারি কর্মচারীদের দাবিকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সমর্থন ও সংহতিজ্ঞাপন লক্ষ্যনীয়। রাতারাতি কোনো নাটকীয় পট পরিবর্তন সম্ভব নয়। নেতিবাচক উপাদানগুলোর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

দেশের সব মানুষের সাথে থেকে সবার বিকাশের স্বপ্ন আজ স্বৈরতন্ত্রের মেকি আস্ফালনে পরিণত হয়েছে। দেশের সম্পদ বিক্রি হচ্ছে নির্দ্বিধায়। ব্যক্তি আক্রমণ, ভাষা সন্ত্রাস, সত্যের বিনির্মাণ, মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকামী, শান্তিপ্রিয় মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো- এ সব ক্রমবর্ধমান। সীমাহীন দুর্নীতি, কর্মচারীদের চরম বঞ্চনা, বেকার, কর্মহীন যুবক-যুবতীদের বিশ্বাসভঙ্গ, স্থায়ীপদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রভৃতিতে সাধারণ মানুষ জর্জরিত। এই সবের বিরুদ্ধে মানুষ আজ জোট বাঁধছে। আমাদের পরিসরে ক্যাডারগত দাবিদাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক মানুষ হিসাবে আমাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে সমিতির

প্রতিটি স্তরে সাংগঠনিক কাজকে নিয়মিত করার মধ্য দিয়ে সংগঠনের ঐক্য ও সংহতি আরো বৃদ্ধি করতে হবে। ক্যাডারের মানুষদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব আজ আমাদেরই নিতে হবে।

আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচনকর্মী হিসাবে ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে এবং পরিবার পরিজনসহ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার (যাদের সুযোগ আছে) প্রয়োগ করতে হবে। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর সর্বতোপ্রয়াস জারি রাখতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের ডাক।

ইতিমধ্যে শূন্যপদসমূহে স্বচ্ছ নিয়োগসহ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা, অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন, কর্মবিরতি ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে ক্রমেই সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মধ্যবিত্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। হুমকি-আস্ফালন-প্ররোচনায় খামতি নেই, কিন্তু এখন সময় ঐক্য ও সংগ্রামের বাতাবরণকে অটুট রেখে সংগ্রামী সতর্কতায় এগিয়ে চলার।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে ঐক্য ও সংগ্রামের বার্তা

গত ১১/০২/২০২৩ তারিখে মৌলালি যুবকেন্দ্রের বিবেকানন্দ সভাকক্ষে সমিতির বর্ধিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সম্পন্ন হয়। সময় ও পরিস্থিতির বিচারে সদস্যদের সক্রিয় উপস্থিতিতে এই সভা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়।

সভার কাজ পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ ও অন্যতম সহ সভাপতি সুশান্ত কুন্ডু। সভাপতিমন্ডলীর পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ, শোকপ্রস্তাব পাঠ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সাধারণ সম্পাদক পরিস্থিতির পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, বিভাগীয় সার্ভিস, ট্রান্সফার-পোস্টিং-প্রমোশনসহ ক্যাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির অগ্রগতি এবং সংগঠনের আশুকরনীয় বিষয়গুলিকে সামনে রেখে তাঁর সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সভায় পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ সমিতির তহবিলের হিসাব চুম্বকে তুলে ধরে সভায় পেশ করেন। এই সভায় উপস্থিত ২০টি জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ, ২ জন জোনাল সম্পাদক এবং কয়েকটি জেলার রাজস্ব আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উল্লিখিত প্রসঙ্গ ও কোষাধক্ষ্যের বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান মতামত রাখেন যার পরিপ্রেক্ষিতে সভার শেষপর্বে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলী। সভার শেষে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষ্যের প্রস্তাবনা এবং কয়েকটি জেলার জেলাকমিটি কর্তৃক গৃহীত জেলাকমিটির পুনর্গঠন সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ সভায় উপস্থিত থাকা সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেই আলোচনার নির্যাস নীচে উল্লেখ করা হ'ল,

১. বিগত কর্মসূচীঃ-

১.১ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরবর্তীতে এযাবৎ ৫টি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা হয়েছে।

১.২ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বেশিরভাগ জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটির সভা হয়।

১.৩ এই সময়কালে ১টি বর্ধিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১.৪ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৫ আগষ্ট, ২০২২ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে (বেলা- ৩ টে) নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে একটি আলোচোনা সভার আয়োজন করা হয়।

১.৫ বিভাগীয় কাজের বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সমিতির ্রদ্রষ্ঠেন্ত্র ঞ্বস্তুদ্রব্র৺ এ ৩টি অ্যানিমেটেড ভিডিও আপলোড করা হয়েছে।

১.৬ এ-Bhuchitra এর একাধিক মডিউল এর কার্যকরিতা আরও পরিষেবা সহায়ক করার উদ্দেশ্যে আমাদের সমিতির সাইবার সাবকমিটির প্রস্তাব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হয়েছে।

২. বিভাগীয় সার্ভিসঃ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে যে নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয় তার দু'বছর অতিক্রান্ত। প্রস্তাবিত সার্ভিসের চূড়ান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। আমাদের ক্যাডারের চাহিদাকে শিরোধার্য করেই ক্যাডার স্তরের তিনটে সমিতি ক্যাডারের existing facility বজায় রাখার দাবীতে সহমত পোষণ করে এবং সেই সময়ের নিরিখে কর্মরত SRO-I– SRO-II দের সংখ্যা অর্থাৎ ৯৭০ এর সাপেক্ষে WBCSSExe.V

এর feeder হিসাবে SRO-II দের জন্য ক্রমান্বয়ে নির্ধারিত ও অপূরীত ১০২টি পদ পূরণের মধ্য দিয়ে (৯৭০-১০২)গু ৮৬৮ টি পদের জন্য প্রস্তাবিত সার্ভিস-এর পদ সংখ্যা হিসাবে নির্ণয় করার বিষয়ে সহমত পোষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায়ও এর পক্ষেই সওয়াল করা হয়। বিভাগীয় সার্ভিস নিয়ে আমাদের নিজস্ব বক্তব্য এবং পরবর্তীতে ক্যাডার এর তিনটি সমিতির সম্মিলিত প্রস্তাব থাকলেও সিদ্ধান্ত সেই মোতাবেক নেওয়া হচ্ছে না। যতদূর জানা গেছে ৭৩৪ জন (SRO-I • SRO-II সম্মিলিত ভাবে) কে নিয়ে প্রস্তাবিত WBLR Service কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

৩. বদলিঃ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরবর্তীকালে ৪০ জন SRO-I এর, ৩৩১ জন SRO-II এর এবং ৬১ জন RO র বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়কালে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে বিভাগীয় স্তর থেকে SRO-I এবং SRO–II স্তরে আধিকারিকদের যে বদলির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে, কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও তা বিভাগীয় বদলি নীতির সঙ্গে অনেকটাই সাজুজ্যপূর্ণ । কিন্তু অধিকর্তার দপ্তর থেকে যে বদলির আদেশনামাগুলো ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা' departmental transfer policy guidelines ব্যতিরেকে হয়েছে এবং সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডাররা আক্রান্ত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অধিকর্তার দপ্তর থেকে আধিকারিকদের বদলির পরিপ্রক্ষিতে ক্যাডারস্বার্থে অপর দুটি সমিতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে যৌথভাবে চলার প্রক্রিয়া জারী আছে।

৪. পদোন্নতিঃ বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরবর্তীকালে ৪৯ জন RO পদোন্নতি পেয়ে (RO–II হয়েছেন, ২৭ জন SRO–II পদোন্নতি পেয়ে SRO-I হয়েছেন এবং ০৩ জন SRO-II পদোন্নতি পেয়ে WBCSSExe.) এর feeder হিসাবে যোগদান করেছেন। SRO–II স্তরে শতাধিক পদ শূণ্য থাকা সত্ত্বেও সেই পদ পূরণের কোনো উদ্যোগ বিভাগীয় কোনো স্তরে দেখা যাচ্ছেনা। WBCSSExe.) এর feeder এর শূণ্যপদ পূরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৫. রাজ্যস্তরে অনুগামীদের পদোন্নতি ও বদলির কারণে সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে **জেলাগত দায়িত্ব পুনর্বণ্টিত** হয়েছে নিম্নরূপঃ-

১. দার্জিলিং-কালিম্পং, জলপাইগুড়ি- শুভ্রাংশু বসু; ২. কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার- তারিকুল ইসলাম; ৩. উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর- মহঃ সঈদ হাসান; ৪. মালদা, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর , শান্তনু গাঙ্গুলী ৫. মুর্শীদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান , সুদীপ সরকার; ৬. বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া, অনিমেষ ঘোষ; ৭. ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, প্রণবেশ পুরকায়েত; ৮. হাওড়া ও পশ্চিম বর্ধমান - সৌগত বিশ্বাস; ৯. হুগলী- অম্লান দে; ১০. নদীয়া , দেবাংশু সরকার; ১১. উত্তর ২৪ পরগণা- রিম্পা সাহা; ১২. দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ঋদ্ধি চক্রবর্তী; ১৩ কলকাতা- সুশান্ত কুণ্ডু।

৬. নিয়োগ ও সদস্যভুক্তিঃ বিগত সময়কালে PSC মারফৎ WBSLRS Gr-I এ পদে নিয়োগ হয়নি। তবে পদোন্নতির মধ্যে দিয়ে যে রাজস্ব পরিদর্শকরা রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে কর্মরত আছেন তাঁদের অনেকেই বর্তমান সময়কালে আমাদের সমিতির সদস্যপদ গ্রহনের উৎসাহ দেখাচ্ছেন এবং সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে কিছু জেলা ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সার্বিকভাবে আমাদের ঘাটতি আছে।

৭. মুখপত্রঃ পত্রিকা প্রকাশের গতি খুবই শ্লথ। সেপ্টেম্বর'২২- ডিসে'২২ 'আলো' পত্রিকার মুদ্রিত কপি

সদস্য-অনুগামীদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের স্যুভেনির শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৮. আশু করনীয়ঃ

ক) ২০২৩ সালের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ জেলাগুলো শুরু করেছে। অবিলম্বে এই কাজ শেষ করতে হবে এবং সংগৃহীত অর্থ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় তহবিলে পাঠাতে হবে।

খ) আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই জেলায় DEC meeting করে সদস্যদের কাছে এই CEC meeting এর নির্যাস পৌঁছে দিতেই হবে।

গ) ক্যাডার ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে এমন কোনো প্রবণতা অঙ্কুরেই প্রতিহত করতে হবে।

ঘ) জেলা কমিটিকে সহায়তা করতে জোনাল সম্পাদকদের সঙ্গে জেলার ভারপ্রাপ্ত এবং জেলায় অবস্থানরত কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যদের তৎপর হতে হবে।

ঙ) জেলার চাহিদা অনুযায়ী 'কর্মশালা'র আয়োজন করতে হবে।

৯. গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ-

ক) জেলা কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত এবং CECতে উত্থাপিত প্রস্তাবেব নিরিখে হুগলী জেলার ক্ষেত্রে - সভাপতি হিসাবে হিমেন বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে হিয়া গাঙ্গুলী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দেবাশীষ মুখার্জী; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কোষাধ্যক্ষ রাধাবিলাস মণ্ডল; কোলকাতা জেলার সম্পাদক সৌগত বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ- দ্বৈপায়ন ঘোষ; ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি-কল্লোল বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য- সোমনাথ হালদার; নদীয়া জেলা-সভাপতি শ্রমীষ প্রসাদ চন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য- অভিজিৎ পাল; পশ্চিম বর্ধমান জেলা- সভাপতি পলাশরঞ্জন নাথ, সম্পাদক কৌশিক মুখার্জি এর নাম গৃহীত হলো।

খ) জেলা কমিটিকে সহায়তা করতে জোনাল সম্পাদকদের সঙ্গে জেলার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যকে তৎপর হতে হবে।

গ) নাগরিক পরিষেবাকে মানুষের কাছে আরও সহজ করে তুলতে সমিতি ভার্চুয়াল মিডিয়াকে আরো কার্যকরীভাবে ব্যবহার করবে।

শিক্ষা : আলোর অধিকার সবার

অম্লান দে

> "The lightest education is that which doesnot merely give information but brings our life in haromony with all existence."
> —Rabindranath Tagore.

শিক্ষা মানুষকে অভিভূত করে না, মুক্তি প্রদান করে। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি, সঙ্কীর্ণতার কারাগার থেকে মুক্তি, অন্ধত্ব থেকে মুক্তি। সুশিক্ষা জাতিকে উজ্জ্বল আগামীর দিকে অগ্রগমনে শুধু সহায়তা করে না বৃহদার্থে পশ্চাদপরতা, সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এবং জয়লাভে সহায়তা করে। তাই স্বাধীন রাষ্ট্রে শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয় এবং শিক্ষাকে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং সার্বজনীন করে তোলার দায় রাষ্ট্রের উপর বর্তায়।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাসে রাজন্যবর্গের আনুকূল্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে সামাজিক বিন্যাসের কারণে সে শিক্ষা সার্বজনীন ছিল না। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল। আধুনিক শিক্ষা অর্থাৎ ধর্ম্মীয় দর্শনের বাইরে বৃহত্তর প্রকৃতি, ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়কে মূল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এনে আধুনিক এক মানবসম্পদ গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। এর নেপথ্যে শাসন যন্ত্রের গূঢ় কোনো উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অবশ্যই ছিল তবে তার সুফল বৃহত্তর সমাজ যে পেয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীন ধর্মীয় দর্শন ভিত্তিক বিদ্যাচর্চায় রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রচেষ্টা ছিল, জাতিভেদ প্রথার নেপথ্যে একটি ভ্রান্ত ধর্মীয় দর্শনকে সমাজের মননে স্থাপন করার একটি দায় ছিল। যদিও বস্তুবাদী দর্শনের সমান্তরাল ক্ষীণ ধারা যে ছিল না তা বলা যায় না। চরক, সুশ্রুতদের কথা ইতিহাস স্বীকার করে, ফলতঃ বস্তুবাদী দর্শনের চর্চাও স্বীকৃত হয়।

নবম শতাব্দীতে ভারতে বস্তুবাদী জ্ঞানচর্চার সমাধির উপর ভাববাদী দর্শন চর্চার কাঠামো রচিত হয় এবং ভারতে শিক্ষা আধুনিকতার মূল স্রোত থেকে সরে আসে। ব্রিটিশরাজের হাত ধরেই আবার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক ভাবে প্রচলিত হয়। মানুষ রাষ্ট্রশক্তি যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি নয় সে কথা উপলব্ধি করে এবং রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করতে শেখে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক পর্বে আধুনিক শিক্ষার এক বিশাল অবদান আছে, সে বিষয়ে বৃহৎ এখানে আলোচনার সুযোগ, পরিসর কোনটাই নেই।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠার লক্ষ্য এবং উন্নত মানবসম্পদ গঠনের এবং লালনের মহান দায় ভারত রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। শিক্ষা এখনও সার্বজনীন নয়, সাক্ষরতার পরিসংখ্যান ভালো নয়। ফলতঃ সাক্ষরতার প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলা মুখ্যকাজ ছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের (ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী) নেতৃত্বে রাষ্ট্র সে কাজে হাত দেয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে University Education Commission গড়ে ওঠে, ১৯৫২-৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৬৪-১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভারতের প্রথম শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়—"Radical restructuring and proposed equal educational opportu-

nities in oder to achieve national integration and greater cultural and economic development.' অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির দেড় দশক পরে দেশের প্রথম শিক্ষানীতি তৈরি হয় এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক- ভৌগোলিক অখণ্ডতা তথা সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুসংহত মানব সম্পদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। যদিও সার্বিক নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে তীব্রতা আসে আরো পরে। ১৯৫৬ সালে ভারতের দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়—

''Special emphasis on the removal of disparities and to equalise educational opportunity.' বিশেষতঃ নারীশিক্ষা, পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিশুদের শিক্ষায় আলোকিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার জন্মও হয় এই শিক্ষানীতি থেকেই। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি সংশোধিত হয় এবং ২০০৫ সালে আবার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। মূলতঃ পেশাদারি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষার নীতি পরিবর্তিত হয়, ২০১৯-এ ভারতে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক আবার একটি জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করেন, পাঠ্যসূচির ভার কমিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় (Essential) শিক্ষাবিস্তারকে মূল প্রতিপাদ্য করে তোলা হয়। ১০ + ২ এই কাঠামোকে ভেঙে ৫ + ৩ + ৩ + ৪ এই কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়। ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনটে এই খসড়া প্রস্তাবের পরিমার্জিত রূপের চূড়ান্ত অনুমোদন দেন এবং ২০২৬ থেকে এই শিক্ষানীতি কার্যকর করার কথা ঘোষিত হয়।

শিক্ষানীতির এই ইতিহাসের নেপথ্যে রাজনৈতিক ভাষ্য খুব সুচতুরভাবে শুরু থেকেই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা বা অঘোষিত নীতি বলবৎ ছিল। ভারতের ইতিহাসকে সুচতুরভাবেই শাসকশ্রেণী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত শিক্ষানীতির মধ্যে সেই সূক্ষ্মতা কমে এসেছে।

India Review পত্রিকায় 'The debate betwen secularism and Hindu natonialism—How India's textbooks have become the government's medimum for political communication.' শীর্ষক এক প্রবন্ধে Kusha Anand এবং Marie Lall বলছেন—

''...The National Education Policy, 2020 as well as changes to textbooks to push the national discourse of citizenship defined by Hindutva at the Union and State level. The article adds theoratically and substantively, to the specific link between education and the current issues of citizenship as the government tries to change the values of Indian Constitution. Not many in this generation of Indians think this is abnormal, as this reflects what they have learnt at school and historically been used to shape the hostile mindset of new generations vis-a-vis their neighbours, and other religions communities. This article evaluates however the last two decades textbook of the National Council for Education Research and Training (NCERT) interpret government policy objectives and guideline to depitct Indian National Identity, Internal ethnic and cultural diversity and citizenship.'

এই প্রবণতা কিন্তু ভয়ঙ্কর। ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ হাত ধরাধরি করে চলে। সেইখান থেকেই সামাজিক কাঠামো নির্মিত তথারক্ষিত হয়। ইতিহাসকে পরিবর্তন করা যায় না। প্রকৃত ইতিহাসকে আগামীর কাছে তুলে

ধরা রাষ্ট্রের দায়, সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হলে তা সার্বিকভাবে জাতির কাছে ঠিক বার্তা দেবে না, বিপদ ডেকে আনবে। এই শিক্ষানীতিতে লেখা বিভিন্ন প্রস্তাবাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না এর মধ্যে ফাঁক-ফোকড় অনেক আছে এবং উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত কথার ইঙ্গিত দেবার, শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন বিনষ্ট করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিকীকরণের পরিসর ব্যাপ্ত করে শিক্ষার অসাম্যকে বাড়তে দিয়ে একটি বিশেষ দর্শনের মাধ্যমে স্কুলস্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বিরূপ সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিলে আমাদের দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কি খুব অমূলক? মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চেতনার উন্মেষ ঘটানো। যুক্তিবাদের পথে চলতে শেখানো। রহস্যবাদকে প্রশ্রয় দিলে শিশুমনে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাব তৈরী হবে। এই শতাব্দী তথ্য-প্রযুক্তির শতাব্দী। দক্ষতা অর্জনের শতাব্দী। যে অর্থনীতিতে বিশ্ব চলেছে সেখানে জ্ঞান, দক্ষতাই শেষ কথা বলবে। 'Age of reasoning'-কে পুরাণ চর্চিত 'Age of belief' এ টেনে নিয়ে গেলে ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘোরানোর মতো ব্যাপার হবে। শিক্ষার অসাম্য এবং শিক্ষার মানের অসাম্য ক্রমশ বাড়ছে। সুতরাং সমাজের মধ্যেই ক্রমে বৃহদংশ বঞ্চিত থাকবে গুণগত মানের শিক্ষা থেকে, তা কুক্ষিগত হবে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে। তাতে প্রশ্ন করার ক্ষমতা সমাজের কমে আসবে। ফলতঃ তা দেশের, সমাজের, গণতন্ত্রের কারুর পক্ষেই ভালো নয়।

শিক্ষা হোক উন্মুক্ত, সকলের জন্য উন্নত গুণমান সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠুক। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা হোক, প্রশ্ন করার বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা এবং অজানাকে জানার সীমাহীন উৎসাহ তৈরী হোক, পণ্য নয় আগামীর আবাহনে শিক্ষার ভূমিকা হোক মশালের। রহস্যবাদ বা পুরাণ বর্ণিত শব্দমালার পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠুক যেখানে দ্বন্দ্বের সমাধানে মানুষ সক্ষম হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়—পরের দেশের ভালোটা তো দেখিতে পারিই না, নিজের দেশের ভালোটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।' শিক্ষা অন্তরের অবরোধ ঘুচিয়ে উন্মোচনের দিশা দেখাক, আলোর অধিকারে সামর্থ্যবান করে তুলুক ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেই—এটাই হোক্ আমাদের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা।

প্রসঙ্গ ঃ মাইনর মিনারেল

প্রণবেশ পুরকাইত

বেলপাহাড়ির অখ্যাত গ্রাম কটুচুয়া। এ গ্রাম এখন ভ্রমণ পিপাসুদের গন্তব্য হয়েছে, রঙিন পাহাড়ের জন্য। বেলপাহাড়ি থেকে প্রায় 15 কি.মি দূরে এই গ্রাম। মূল রাস্তা থেকে প্রায় ২ কি.মি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পৌঁছান যায় রঙিন পাহাড়ে। আসলে এটি একটি impure quartz এর খাদান। পাহাড় কেটে impure quartz তোলা হত। ফলে তৈরী হয়েছে একটা বড় গহ্বর। সাদা পাথর রোদে জলে পুড়ে রঙিন হয়েছে। তাই এর নাম রঙিন পাহাড়।

এখানেই পরিচয় হল হাবুল মাণ্ডির সাথে। ষাঠোর্ধ এই লোক কাজ করত এই খাদানে। জানা গেল এ নাকি জনৈক মুখার্জি বাবুর খাদান ছিল। ২০১৬ থেকে নতুন আইন আসার পর নাকি খাদানটি বন্ধ হয়ে গেছে। পাথর ভেঙে ভেঙে হাবুলের আঙুল ক্ষয়ে গেছে। মুখার্জীবাবু বড়লোক হয়েছে। হাবুল কাজ হারিয়েছে। হাবুলের মনে নানা প্রশ্ন। এ পাহাড় তো প্রকৃতির। তাহলে তা মুখার্জী বাবুর হয় কি করে। উত্তর খোঁজ করে—এ পাথর কার?

গোপীবল্লভপুরের সুবর্ণরেখার পাড়ে ছোট গ্রাম চর্চিতা। এ গ্রামের বাসিন্দা রবিলাল সেনাপতি। নদীর পাড়ে ভাঙাচোরা তার বাড়ি। সুবর্ণরেখার জল থেকে গ্রেভেল, নুড়ি পাথর কুড়িয়ে বিক্রী করাই ছিল তার পেশা। এখন সে বালি খাদানের লেবার। আবার অর্থ জমিয়ে বালী খাদানের শেয়ার ও কিনেছে সে। খাদান নাকি কলকাতার কোন মালিকের। খাদানে সারি সারি লরি। উন্নত যন্ত্র দিয়ে নদী বক্ষ ছিন্নভিন্ন করে। তোলা হচ্ছে বালি। নদীখাদ সরে যাচ্ছে, পাড় ভাঙছে। নদী যেন গিলে ফেলতে চায় তাদের গ্রাম। বালি খাদানের মালিক গাড়ির পরে গাড়ি বদয়াল, জীবন বদলায় না রবিলাল দের।

'একদিন কয়লা খনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে একজন কালো রঙের মানুষ। সে অবাক হয়ে বলবে—একি আমার জন্যে শোকসভা নাই কেন? ডিনামাইট নিয়ে আমি গিয়ে ছিলুম গভীর থেকে আরো গভীরে—আমি ফিরিনি, তোমাদের জন্যে আগুন এসেছে—আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখনি শহরের রাস্তার?'

খনিজ সম্পদের অধিকার ও ব্যবহার নিয়ে গড়ে উঠেছে সামাজিক বৈষম্য-শোষণ। খনিজ সম্পদে ভরা এলাকাগুলোই সবচেয়ে পিছিয়ে। কখনো কখনো এখান থেকেই ধূমায়িত হয় বিক্ষোভের। যুগ যুগ নিপীড়িত মানুষ প্রশ্ন তোলে—'কেউ যদি বেশি খায়, খাবার হিসেব নাও। কেননা অনেক লোক ভালো করে খায় না। খাওয়া না খাওয়ার খেলা যদি চলে সারাবেলা হঠাৎ কি ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না।' এই হঠাৎ কি ঘটে যাবে—তার আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করে রাষ্ট্র। বিক্ষোভ প্রশমনের কৌশল তৈরি করে। বাধ্য হয়ে ভাবতে হয় এই যুগলাঞ্ছিত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর সার্বিক উন্নতির কথা। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের এই বিপুল সম্ভারকে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে গড়ে ওঠে আইন।

খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও তার ন্যায্য পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকেই ছিল। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে কেন্দ্রীয় তালিকায় ৫৪তম বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর রাজ্য তালিকায় ২৩নং বিষয়ে রাজ্যকেও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে দেশ স্বাধীন হবার পরেই আমাদের রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থায়

বদল আনা হয়। লাগু হয় জমিদারি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩। এই আইনের 15(1) (a)(i) ধারায় বলা হয় খনি ও খনিজ সম্পদের সাথে সাথে মাটির তলায় সম্পদ সরকারের অধিকারে বর্তাবে। ২৮ ধারায় বলা হল যে সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী খনি ও খনিজ সম্পদউত্তোলনের সঙ্গে যুক্ত তারা সরাসরি রাজ্যের অধীনস্থ লেসি হিসাবে গণ্য হবে। এমনকি বলা হল মধ্যস্বত্বাধিকারী যদি কোন খনি লীজ দেয় সেই খনি ও খনিজ সম্পদ সরকারের সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং সেই লেসী সরকারের অধীনস্থ হবে (২৯ ধারা, জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩)। এইখান থেকেই মনে হয়, আমাদের রাজ্যে মিনারেল বিশেষত মাইনর মিনারেল সংক্রান্ত বিষয় ভূমি সংস্কার দপ্তরের উপর বর্তায়।

পরবর্তীতে সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ১৯৫৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের সংসদে পাশ হয় Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957 । পরবর্তীতে Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957)। সারা দেশের খনি ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও তার ন্যায্য পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই আইন লাগু হয়। এই আইনের ৪ ধারায় বলে দেওয়া হয় সরকারী অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কোনো স্থান থেকে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করতে পারবে না। খনিজ সম্পদ উত্তোলন করতে হলে সরকারের কাছ থেকে লীজ-পারমিট নিতে হবে। এই আইনের 13 ধারায় আরো বলা হল কিভাবে এই লীজ বন্দোবস্ত করা হবে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার Rule তৈরী করবে। সেই মত ১৯৬০ সালে ভারত সরকার প্রযুক্ত করে Mineral Concession Rules, 1960। কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত এই আইন দ্বারা Major ও Minor Mineral উভয় বিষয় পরিচালিত হয়। তবে Minor Mineral এর উত্তোলন ও তার নায্য পরিচালনার ভার রাজ্য সরকারগুলোর ওপরই বর্তায়। তাই আমাদের আলোচনা Minor Mineral সম্পর্কিত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।

Mines and Mineral (Development and Regultion) Act, 1957 এর 23(e) ধারায় Minor Mineral এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ''minor minerals'' means building stones, gravel, ordinry clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes, and any other mineral which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a minor mineral। পরবর্তীতে Boulder, Morrum, Brick Earth, Road Metal, Marble, Quartzite, Pebble, Ordinary Earth– এই সবকিছুকেই Minnor Mineral-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর এই আইনের 15(1) ধারায় Minor Mineral সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা নিরূপণ করতে রাজ্য সরকারগুলিকে Rule তৈরী করার অধিকারী করা হয়।

MMDR Act এর এই ধারার উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম প্রণীত হয় West Bengal Minor Minerals Rules, 1959, পরবর্তীতে West Bengal Minor Minerals Rules, 1973। ২০০২ সালে আরো পরিমার্জিত, সংশোধিত করে প্রণীত হয় West Bengal Minor Minerals Rules, 2002 যা 2015 সাল পর্যন্ত লাগু ছিল। Minor Minarel বিষয়ে ২০০২ সালের এই বিধি ব্যবস্থাই প্রথম সুসংহত রুল বলে মনে করা হয়; এই রুল অনেক বিস্তৃত এবং বৃহৎ পরিসরে Minor Mineral উত্তোলন ও তার ন্যায্য পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা পাওয়া যায় এই রুলে। এখানে বৃহৎ আকারে মাইনিং করার যেমন ব্যবস্থা হয়,

তেমন ক্ষুদ্র পরিসরে ও মাইনিং-এর সুযোগ রাখা হয়। এই আইনের ৫ ধারা অনুসারে বড়ো মাইনিং করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদি লীজ বন্দোবস্তের কথা বলা হয়। আবার ২৭ ধারা অনুসারে খুব অল্প সময়ের জন্য স্থানীয়ভাবে short Term Quarry Permits (STQP) দেওয়ার বন্দোবস্তও করা হয়। ফলে বড়ো পুঁজি ও ক্ষুদ্র পুঁজির ভারসাম্যের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এই আইনে। তাছাড়া এই আইনে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কথাও বলা হয়। লীজ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে স্থানীয় যুবকদের Co-oprative ও যৌথ ব্যবসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মাইনিং ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাও ছিল এই আইনে।

তবে এই আইনের দুর্বলতার দিকটাও লক্ষ্যনীয়। প্রথমত এই আইনে লীজ বা STQP দেওয়ার ক্ষেত্রে First Come First Serve নীতি নেওয়া হয় যেখানে স্বেচ্ছাধীনতার (Discretion) সুযোগ থেকে যায়। ফলে স্বচ্ছতার অভাবও পরিদৃষ্ট হয়, আর অস্বচ্ছতার কারণে আইনি জটিলতা আইনটির মূল লক্ষ্যকেই অবান্তর করে তোলে। দ্বিতীয়ত, এই আইনে মাইনর মিনারেল মাইনিং-এর সঙ্গে যে পরিবেশের একটা যোগাযোগ আছে, তা প্রায় এড়িয়েই যাওয়া হয়। ফলে মাইনিং ক্ষেত্রের সুসংহতি (sustainability) নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। তবে এটাও উল্লেখ্য যে এই সময় পর্যন্ত MMDR Act-এ এই সমস্ত দুর্বলতাগুলো ছিল। ফলে সেই দুর্বলতাগুলো West Bengal Minor Minerals Rule, 2022 এ থেকে গেছে।

একুশ শতকের সূচনা থেকেই মাইনিং ক্ষেত্রে ও সে সম্পর্কিত নীতিপদ্ধতি নিয়ে সারা দেশেই নানা তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মাইনিং-এর ভূমিকা কেমন হবে তা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা ঘটে এই সময়ে। বিশ্বায়িত অর্থনীতির বাতাবরণে খনিজ ক্ষেত্রকে কতটা বেসরকারী পুঁজির জন্যে উন্মুক্ত করা যাবে, বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে কতটা তুলে ধরা যাবে তা নিয়ে নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে। রিয়েল এস্টেট, পরিকাঠামো শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাইনর মিনারেল তথা পাথর, বালি, মোরাম, কোয়ার্টজাইট প্রভৃতির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। তাই মাইনর মিনারেল ক্ষেত্রেও বৃহৎ পুঁজির আনাগোনা শুরু হয়।

তাছাড়া এই সময়ে প্রচলিত মাইনিং নীতি ও MMDR Act 1957 এর বিভিন্ন ধারা উপধারা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টনে স্বেচ্ছাধীনতার (Discretion) নীতি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। অস্বচ্ছ নীতির কারণে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি মাথাচাড়া দেয়। অবৈধ খনন নিয়ন্ত্রণ করাতেও সে সময়ের প্রচলিত আইন অসার প্রমাণিত হয়। ফলে সারা দেশে এই বিষয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সরকারকে কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হয়। ২০১৪ সালে কয়লা খনি বণ্টন সংক্রান্ত Monohar Lal Sarma Vs. Principal Secretary & Ors. কেসে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ১৯৬৪ সাল থেকে বণ্টিত সকল কয়লা খাদানকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ফলে দেশের প্রচলিত আইনের সংশোধন, পরিমার্জন করার বিষয়ে ভাবতে সরকার প্রায় বাধ্য হয়।

এই তর্ক-বিতর্কের মাঝে পরিবেশ রক্ষার মতো একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। এতদিন পর্যন্ত মূলত মেজর মিনারেল উত্তোলনে পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়ছে তার মূল্যায়নের কথা বলা হত বা পরিবেশের ছাড়পত্র নিতে হত। কিন্তু এই সময়ে পরিবেশের ক্ষতি এড়িয়ে কিভাবে মাইনর মিনারেল উত্তোলন করা যায় বা মাইনর মিনারেল উত্তোলনে কি কি বিধিনিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন তা নিয়ে চিন্তা

ভাবনার দাবি উঠতে থাকে। ২০০৬ সালে ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-সংক্ষেপে MOEF&CC) এক আদেশনামায় প্রথম minor mineral উত্তোলনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের কথা বলে। তবে এই আদেশ লাগু ছিল ৫ হেক্টর বা তার বেশী আয়তনের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রে। ছোটো আয়তনের খনিজ ক্ষেত্র বা নদী গর্ভের মাইনিং বিষয়ে এই আদেশনামায় বিশেষ কিছু বলা হয় নি। কিন্তু নদীগর্ভের অপরিকল্পিত খনন যে নদীপাড় ভাঙন, নদীবক্ষের বাস্তুতন্ত্র বা জৈব বৈচিত্র নষ্ট করে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করছে, ভূগর্ভের জলস্তর দূষিত করছে সে বিষয়েও নানা প্রশ্ন এই সময় উঠতে থাকে।

সেজন্য মাইনর মিনারেল উত্তোলনেও পরিবেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও পরিবেশের কতটা কম ক্ষতি করে মাইনর মিনারেল উত্তোলন করা যায় তা খতিয়ে দেখার জন্য 2009 সালে ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক একটি কোর গ্রুপ গঠন করে। এই কমিটি ২০১০ সালে তার রিপোর্ট পেশ করে এবং সুসংহত মাইনিং-এর বিষয়ে কিছু প্রস্তাব দেয়। বলা হয় সমস্ত মাইনিং এর জন্য মাইনিং প্ল্যান করা আবশ্যক। এছাড়া মাইনিং-এর গভীরতা নির্দিষ্ট করতে হবে, মাইনিং লীজগুলোর ন্যুনতম আয়তন হতে হবে ৫ হেক্টর, ছোট আয়তনের মাইনিংগুলিকে একত্রিত করে Cluster এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং মাইনর মিনারেল বিষয়ে সারা দেশের সব রাজ্যকে একইরকম নিয়ম বা আইন তৈরি করতে হবে। ২০১০ সালে ভারত সরকার এই মর্মে দেশের সব রাজ্যকে নির্দেশও জারি করে। ঠিক এই সময়েই হরিয়ানা রাজ্যের হিমালয়ের পাদদেশে আম্বালা, পাঁচকুল্লা প্রভৃতি জেলার নদীগর্ভের মাইনিং বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা হয়। SLP (C) No. 19628-19629 in the matter of Deepak Kumar Vs State of Hariyana. ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২ এই মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় 'leases of minor mineral incluidng their renewal for an area of less than five hectares be granted by the States/Union Territories only after getting environmental clearance from the MoEF.' এই রায়ের পর মাইনর মিনারেলের ক্ষেত্রেও পরিবেশের ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত MMDR Act, 1957 তে এই বিষয়ে কোনো বিধিব্যবস্থা ছিল না। তাই আবশ্যিক ভাবেই এই সময় MMDR Act, 1957 এর সংশোধন জরুরী হয়ে পড়ে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার The Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Amendment Ordinance, 2015 জারী করে এবং মার্চ মাসে ভারতের সংসদে পাশ হয়ে যায় The Mines and Minerals (Development and Regualation) (MMDR) Amendment Bill, 2015। বিলের মুখবন্ধেই এই সংশোধনীর উদ্দেশ্যে হিসাবে বলা হল (ক) স্বেচ্ছাধীনতার (Discretion) নীতির বিলুপ্তিকরণ (খ) খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টনে স্বচ্ছতা আনা (গ) খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টন ব্যবস্থার সরলীকরণ (ঘ) খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টন থেকে সরকারের আয় বৃদ্ধি করা এবং (ঙ) খনিজ ক্ষেত্রে বেসরকারীপুঁজি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করতে যে নতুন আইন লাগু হল তাতে খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টনের ক্ষেত্রে এদেশে সূচনা হয় এক নতুন যুগের।

২০১৫ সালের এই সংশোধিত আইনে সংশোধন করা হল MMDR Act, 1957 এর 3, 4, 4A, 5, 6, 13, 15, 21 ধারা এবং নতুন ধারা হিসাবে সংযুক্ত করা হল 8A, 9C, 9C, 10A, 10C, 11B, 11C, 12A,

15A, 17A, 20A, 30B এবং 30C। বলা হল খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টনে নিলাম (Auction) ই হল একমাত্র মাধ্যম। ফলে মাইনর মিনারেল সহ সমস্ত খনিজ সম্পদ তার স্থানীয় স্তর থেকে জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে উন্মুক্ত হল—দেশি-বিদেশি-বেসরকারীপুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা সুগম হল। তাহলে স্থানীয় মানুষের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে—এই প্রশ্নও এখানে বিবেচিত হয়। খনিজ সম্পদের উত্তোলন ও বিলিবণ্টনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ, পরিবেশ রক্ষার্থে এই সংশাধনী আইনে District Mineral Foundation গঠনের সংস্থান রাখা হল। বলা হল খনি ও খনিজ সম্পদ থেকে সরকারী আয়ের একটা অংশ খনিজ এলাকার উন্নয়নে সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে খরচ করতে হবে। এছাড়া এই নতুন আইনে National Mineral Exploration Trust গঠনের কথা বলা হল। অবৈধ খনন নিয়ন্ত্রণ করতে জরিমানা ও শাস্তি আরো কঠোর করা এবং এই সম্পর্কিত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজ্যগুলোকে ক্ষমতা দেওয়া হল।

MMDR Act, 1957 এর এই বিস্তৃত সংশোধনের ফলে রাজ্যগুলোকেও তার রুল পরিবর্তন করতে হল। আমাদের রাজ্যে বাতিল হয়ে গেল West Bengal Minor Minerals Rule, 2002। রাজ্যের খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থাকে আরো সরলীকরণ, সুসংহত এবং খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টন থেকে সরকারের আয় বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ২৯শে জুলাই 428-CI/O/MM/84/ 11 (Part-II) and 430-CI/O/MM/84/11 (Part-II) আদেশনামায় চালু হল The West Bengal Minor Minerals Concession Rules, 2016 এবং West Bengal Minor Minerals (Auction) Rules, 2016। খনিজ সম্পদের বিলিবণ্টন তথা পাথর, মোরাম, বোল্ডার, বালি প্রভৃতি উত্তোলন ও বিলিবণ্টনে এক নতুন ব্যবস্থা চালু হল এই রাজ্যে। এই নতুন আইন হাবুল মাণ্ডিদের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত করেছে, সুবর্ণরেখার পাড় কতটা সুরক্ষিত রেখেছে বা এই নতুন বিধি-ব্যবস্থা কতটা সরল হয়েছে—সরকারের আয় বৃদ্ধি করেছে—বা খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করেছে তার আলোচনা অন্যতর পরিসরের দাবী রাখে।

ঋণ-স্বীকার : লেখাটি প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সহায়তা ও পরামর্শদান করেছেন ভূমি-সংস্কার বিভাগের বিশিষ্ট আধিকারিকদ্বয় অগ্রজপ্রতিম মনোরঞ্জন পাত্র ও দেবনাথ পাত্র।

সমিতিগত তৎপরতা

○ সাম্প্রতিককালে ক্যাডারস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে যথা—প্রোমোশন, বদলি, পোস্টিং ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের টাল-বাহানা ও উদাসীন মনোভাব দূর করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে সমিতিরপক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে, সেগুলি নীচে মুদ্রিত করা হলঃ—

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL
CENTRAL COMMITTEE

Memo No. 24/ALLO/2022 **Date: 07.11.2022**

To

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Promotion to SRQ-I
Ref: (i) 9/1238-1262/Con/22 Ft dt 01.11.2022
(ii) 2320(7) - Appt/IE-14/2018 dt 22.08.2022 (ACR) (iii) 2471 - A&P/IE-02/2017 dt 02.09.2022 DP/VC & Criminal Proceedings

Respected Madam.

With reference to above three letters, We would like to draw your kind attention to the insouciant approach of your good office in preserving and communicating the valuable documents records of SRO-Is, SRO-IIs & ROs like ACR/SAR and Asset Statements.

Every year, the department as well as the Directorate wakes up after puja holidays to prepare the list of eligible SRO-II awaiting promotion to SRO-I as well as to WBCS(Exe)

After sustained straggle and persuasion the loss of ACRs could be restricted due to introduction of digitization of the documents in form of SAR.

The procurement of reports of DP/VC in ISU and the other wings from all the districts is a time consuming and tedious task, which ought to have been initiated much earlier. Kindly, note the delay under ref (ii).

Suddenly, a new category of criminal proceeding has been added, instantly. This proves the fact that how much oblivious the department is, with respect to the departmental

cadre, as because, not a single criminal case against a government employee can be registered without the knowledge or explicit permission of the authority. Actually, this sordid affair has emanated from exposing and subjecting the quasi-judicial authority of RO and SRO-II to the executive or police action by instigating the public and lodge FIRs against any decision of RO/SRO-II flouting the norms and laws and protections of the RO/SRO-II.

If there really exist any criminal proceeding it must have been recorded by the authorities. We find it another pretext to delay or deny the promotions to the eligible SRO-II awaiting for promotion to SRO-I cadre.

The department's pococurante attitude is costing the careers of the eligible cadres which must be taken care to halt the procrastination.

Also, we find that a huge number of asset statement is shown in the list of non submission [ref: II]

This clearly proves the extreme inefficiency of the offices of directorate as well as the department. Either, they have misplaced or simply lost it. As per our information most of the asset statements have been submitted in time. This might be an alibi for the delay.

It is a shame on our part that our Department and Directorate can never live up to the expectation and the efficiency is going downhill.

Kindly, take necessary and appropriate steps to expedite the matter.

With regards.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.25/I/ALLO, 2022 Date: 07.11.2022

Copy forwarded for kind information & necessary action to :

The Director of Land Records & Surveys & Jt. L.R.C, W.B, Survey Building, 35, Gopal nagar Road, Kolkata - 700027.

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.25/ALLO, 2022 Date: 09.11.2022

To,

The Director of Land Records & Survey,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Sub: Proposal for transfer of Revenue Officers and Special Revenue Officers-ll.

Respected Madam,

I would like to draw your kind attention to the issue as mentioned above.

Revenue Officers, who are posted away from their home are supposed to be transferred to their home zones as per existing transfer guidelines of the Department. On behalf of our beloved Association, assuming the cut up date as 31/10/2022, II. do hereby enclose a list of such officers and pray to kindly take up the matter so that the poor Revenue Officers are not deprived of their due transfer as per guideline, impairing natural justice.

This is also to mention here that though there is an inordinate delay in transfer of officers of SRO II cadre, we offer our gratitude to your good initiative for compilation of database of the officers of our category. In this regard it may not be out of context to mention here that we are apprehending advertent / inadvertent mistakes may have occurred during compilation of data in spreadsheets. We have already furnished a list of Officer of SRO II cadre for transfer on 25.07.2022 vide Memo No. 18/ALLO/2022 to your kind self. Among them a good number of officers are still waiting for their legitimate transfer. Thus, on behalf of our association, I request you to expedite the transfer process of the remaining SRO-IIs judiciously.

This is for your kind consideration and necessary action.

Enclosed: As stated above.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.26/ALLO/ 2022 Date: 30.11.2022

To

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Sub: Proposal for Transfer of SRO-1 Cadres.

Respected Madam,

In terms of the above captioned subject, I, on behalf of our association, would like to state here that a certain number of SRO-I cadres who have crossed the age of 58 years and approaching towards their retirement on superannuation, are still serving in the capacity of SDL&LROs, Dy DL&LROs, Addl. LAOs far away from their respective home. Generally, it is a convention that those officers are brought back nearer to their home prior to their retirement on superannuation. It is needless to say that at the fag end of strenuous service to the government throughout their carrier, most of them **are under** serious medical supervision for several complex ailments.

Further, a certain number of officers belonging to the said cadre who have already served in different categories staying long away from their home for more than 3(three) years are also deserving to be posted nearer to their home.

Hence, a list of such SRO-I cadres is enclosed herewith for your kind consideration with compassion.

Enclo: As stated above.

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.28/ALLO, 2022 Date: 07.12.2022

To,

The Director of Land Records & Surveys
&
Joint Land Reforms Commissioner, West Bengal
Survey Building, 35, Gopal Nagar Road,
Kolkata-700027

Subject: Transfer of RQs & SRO-IIs.

Respected Madam,

Humbly, your kind attention is drawn to the subject as mentioned above.

The Revenue Officers & Special Revenue Officer II serving in different districts, who are now-eligible for transfer near to their home are awaiting expectantly to the much-coveted transfer orders.

We have witnessed the acts of administrative obligations, urgencies, prerogative and necessity behind some transfer orders issued spasmodically, in public interest.

There remains apart from this 'petty done' an 'undone vast' number of ROs and SRO IIs those who can get some relief through orders as per the provisions of transfer policy, awaiting wistfully.

Hence on behalf of our association, I do earnestly pray to consider the matter and to take necessary steps to address the sufferings of ROs & SRO IIs awaiting transfer.

With regards,

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.30/ALLO, 2022 Date: 19.12.2022

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Promotion to WBCS(Exe) from feeder cadre of SRO II.

Respected Madam,

With grave concern, our association would again like to draw your kind attention

to the following facts-

1. 102 posts of WBCS(Exe) are required to be filled from SRO II as on date. Kindly, refer to the discussion with regard to constitution of LR Service whereby, these 102 posts were one of the parameters of arriving at the number of 868 posts to be earmarked for LR Service. These 102 posts need to be filled up from eligible SRO-IIs immediately.

***2.* To prepare final list of eligible SRO-IIs, we again plead to consider the names of willing candidates only.** This will expedite the matter and will be helpful to set aside the names of the unwilling candidates and also save administrative time.

3. The delay in this respect is very much typical to our department in contrast with P&RD Department; they are prompt to send the names of Jt. BDOs (i.e. the other feeder) in time.

This results in tremendous financial loss and career benefits of SRO-IIs.

As 31st Dec is approaching, we cannot but humbly request and pray for an early action.

With regards,

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

○ কায়েমী স্বার্থের মদতপুষ্টদের হাতে প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মচারীদের আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমিতি জোরালো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এসেছে। সাম্প্রতিককালে সংগঠিত অনুরূপ কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয়া এল.আর.সি. মহোদয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইত্যাকার অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সাপেক্ষে ক্যাডারবর্গের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জোরালো দাবী জানানো হয়েছেঃ—

Memo No.01/ALLO/ 2023 Date: 03.01.2023

To,
The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: Atrocities and man-handling of BLLROs by mineral mafias.

Respected Madam,

With deepest anguish and concern, I would like to lodge my protest on behalf of our association against the derogatory atrocities inflicted on BLLROs and its staff by

the mineral mafias. The frequency of such heinous crimes is on the rise. Three incidents have already occurred in December 2022 in Shilda, Jhargram (15th), Saithia, Birbhum (27th) and Baraboni, Paschim Bardhaman (29th).

It is well known that BLLRO offices are ill-equipped and are in acute shortage of staff strength. The BL&LRO and ROs including the other officials are forced to undertake raid duties against the plunderers of the mining fields of sand and earth as if they are sent to the forefront bare-armed against 'Kalashnikovs'.

We have *a* strong apprehension that certain echelons in the government as well as the media have a strong propensity to derogate our cadres under false pretext for the cause well known to them.

Earlier, we have witnessed even the SDOs of IAS cadres personally launched FIRs against sand mafias, which was of no avail.

If any of our cadre is found guilty, we demand immediate and early proceeding without delay. This is needless to say that earlier in several occasions it is found that BL&LROs and ROs are falsely maligned/ accused by the authorities/media. The poor officers of our cadre are the scapegoats. This cacophony must be stopped immediately. The reluctance to bring the culprits to the book results in flexing of muscles. The culprits/miscreants must be arrested and interrogated effectively to get the root of the crime and to break the rackets, if any.

We welcome ACBs introduction into investigation of illegal mining and wish all success in-spite of their performance so far.

Finally, we would like to suggest to withdraw this extra burden from ISU setup which is extremely-stressed with citizen centric works and quasi-judicial matters and the job may be entrusted with some other department/ dedicated task force as may be deemed fit and relieve us of this extra departmental work. We will surely help them, as we did with Irrigation dept. in the past.

We have faith in our administration and thus submit to yourself to take stern actions to save our souls.

The matter may please be looked into in the socio-political perspective in order to take effective measures to defend the dignity of the cadres as well as the department and to bring the culprits to the book.

With regards,

Yours faithfully,

Krishanu Deb
General Secretary

○ যথাসম্ভব ক্যাডারস্বার্থবাহী করে প্রস্তাবিত বিভাগীয় সার্ভিস **(WBLR Service)** সত্বর চালু করার দাবীতে আর.ও., এস.আর.ও-২ এবং এস.আর.ও-১ দের প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি সমিতির পক্ষ থেকে যৌথভাবে প্রদত্ত স্মারকলিপির বয়ান নীচে মুদ্রিত করা হলঃ—

To
The Secretary & Land Reforms Commissioner,
Land & Land Reforms Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal.

Sub : Finilization of Modalities of WBLR Service.

Ref : Meeting convened by Sr. Spl. Secy, L&LR Deptt, dated 15.09.2022

Respected Madam,

This is lor your kind information Ihal as per Cabinet approval (Dated 08. 02.2021) Notification vide no. 406-1E-02/2020 daled 11.02. 2021 has been issued mentioning a proposed Slate Land Reforms Serviee with eligible SRO-I & SRO-II, having provision of 20% direct recruitment in the proposed service, subject to finalizalion of modalities.

- Subsequently, the modalities of the said LR Serviee have been reportedly proposed by the Committee of Secretaries with 1044 in number comprising of sanctioned posts ol SRO-I and SRO-II.
- However, the issue has been again **put under review** in the above said meeting in view to economize and explore the possibility of further scope of restructuring the proposed cadre in I.R. Serviee.
- Presently, the department has published the **rationalized strength of SRO-II and SRO-I cadre as 1086 officers**. I Though at the moment 973 offiers are functioning and 3 officers are due to get retired in the month of September '22.
  The quota for WBCS (Exe) promotion pertaining lo our cadre due as on and upto 0 1 -01 -2021 is 102, **If one time option is exercised from all the existing SRO-IIs,** junior officers are likely to opt for WBCS (Exe) promotion.

Thus reducing the actual strength of officers to 868 to be included in the proposed WBLR Service, which was logically explained by us to the Sr. Spl. Secretary in the said meeting.

- We also proposed that Revenue Officers would be feeder lo boih WBCS (Exe) and WBLRS.

I he unanimous stand of three Associations is not only for the benefll of the Deparlrnental cadres but also for smooth functioning of LR Administration, keeping in view of its objective reality of administering this huge Department, comprising of officers from Gram Panchayet to Secretariat level in ISU, Thika Tenancy, Land Acquisition, ULC, Rent Control, Khasmahal, LRTT, WBAT, Indo-Banglades Border Demarcation etc.

Hope your kind consideration for publishing the modalities of the proposed WBLR Service at an early date, as 18 months is already over since the Cabinet decision was passed on 08.02.2021.

I hanking you,
With regards.

Sd/ -Kamal Sengupta	Sd/- Krishanu Deb	Sd/- Sumit Mukherjee
General Secretary.	General Secretary.	General Secretary.
ARO & SRO	ALLO	WBL&LROA

○ প্রস্তাবিত বিভাগীয় এল.আর সার্ভিস যথাসম্ভব ক্যাডারস্বার্থবাহী করে চালু করার জন্য তিনটি সমিতির যৌথভাবে প্রদত্ত স্মারলিপি প্রদানের অনুসৃতিতে সমিতি পক্ষ থেকে বিষয়টি ত্বরান্বিতকরণের দাবী জানিয়ে নীচের পত্রখানি দেওয়া হয়:—

Memo No.23/ALLO/ 2022 Date: 20.10.2023

To,

The Secretary
&
Land Reforms Commissioner, West Bengal
Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department
NABANNA, Howrah-711102.

Subject: WBLR Service

Respected Madam,

We would like to recall the meeting of three associations of the departmental cadres with Senior Special Secretary, Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Dept. on 15.09.2022 to discuss our view point with regard to fixing of modalities of the contemplated LR Service.

We. the representatives of the three associations i.e. Association of Land & Land Reforms Officers. West Bengal (ALLO. WB). West Bengal Land & Land Reforms Officers Association (WBLLROA) and Association of Revenue Officers & Special Revenue Officers (ARO-SRO) unitedly put forth a common stand during discussion with the Sr. Spl. Secretary.

The matter also communicated to your kind self through a letter jointly signed by us. (Copy enclosed). Since then, almost a month has passed, and we are eager to know the view point of the authority including any development thereof.

Hence, on behalf of our association, I humbly seek an appointment at the earliest to discuss over the issue.

Our prayer may please be granted.

With regards.

Enclo: As stated above.

Yours sincerely,

Krishanu Deb
General Secretary

○ 'বাংলার ভূমি' ওয়েবসাইটে কিছু জটিলতার নিরসনে এবং তাকে আরো প্রয়োগক্ষম করে তোলার স্বার্থে সমিতির পক্ষ থেকে ভূমি-অধিকর্তা সমীপে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট পত্রটি সকলের জ্ঞাতার্থে নীচে মুদ্রিত করা হলঃ—

Memo. No. 27 / ALLO/ 22 Dated: 30/11/2022

To,
The Director of Land Records & Survey,
&
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata - 700027.

Subject: Proposal for modification in different modules in "BANGLARBHUMI" website.

Respected Madam,

Our association had been diligently pursuing the development and changes that has been incorporated in the above website from the perspective of the users (RO/SROII) and the hoi polloi, who are the applicants of various citizen centric services of ISU.

After careful consideration, survey and research our association earnestly felt that certain modifications are of utmost necessity and needs to be incorporated for the purpose of mutation of land in Banglarbhumi.

As it is well known that the BLLRO offices are chronically suffering from shortage of space to accommodate the huge pile of case records, which needs to be preserved for further reference. Often, BLLROs are faced with court directions, or the requisition of records from GRs and the State advocates, facing the litigations, to safeguard the state interest, but the records are elusive misplaced and impossible to find out in time.

In the present state of modernization and digitization of land records, the safekeeping of the case records is of utmost importance.

Moreover, from the perspective of security the data, the modifications as proposed are veritably required.

On the other hand, from the view point of the applicants, the module, we find is quite critical and not so much user friendly. There lies enough scope of streamlining to make it easy for the citizens.

Leaving apart the 'Khajna' and 'Conversion' modules, we have chosen the mutation module, and do hereby propose and suggest the modifications as given in the attached brochure.

Kindly, consider the same and we are willing to meet the experts to clarify our view point which we feel will definitely improve and popularise the website.

With regards,

Enclo.: As stated above.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
General Secretary

Proposal of Modification in different modules in Banglarbhumi website

Mutation Application

1. In 'Applicant Description' grid, when in 'Khatian Present' tab 'YES' is selected, details of Raiyat is not populated.
2. In 'Applicant Description' grid, if in 'Khatian Present' tab 'NO' is selected, then name, father's name and other details may be entered in English and populated to Bengali with correction facility, just like AADHAAR application.

3. 'Tennant type' tab may be deleted as there is only one option "BYAKTI".
4. 'Save & Next' tab may be incorporated in the bottom of each grid for going to next grid.
5. 'Captcha' & 'check box' may not be included at the bottom of all the grid and only be included in the last grid.

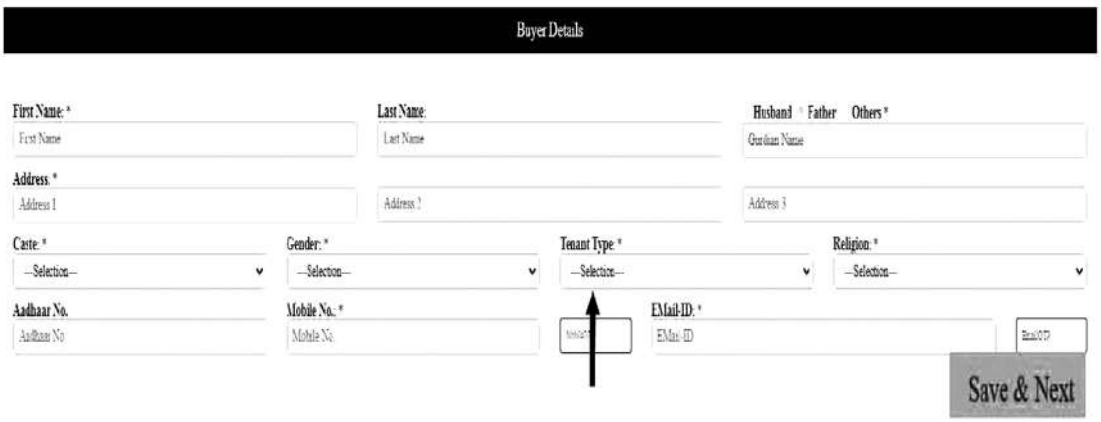

6. 'Plot entry' tab may be incorporated in 'particular of transferor' sub menu just like eBhuchitra and khatian numbers with details may be populated in the same tab.

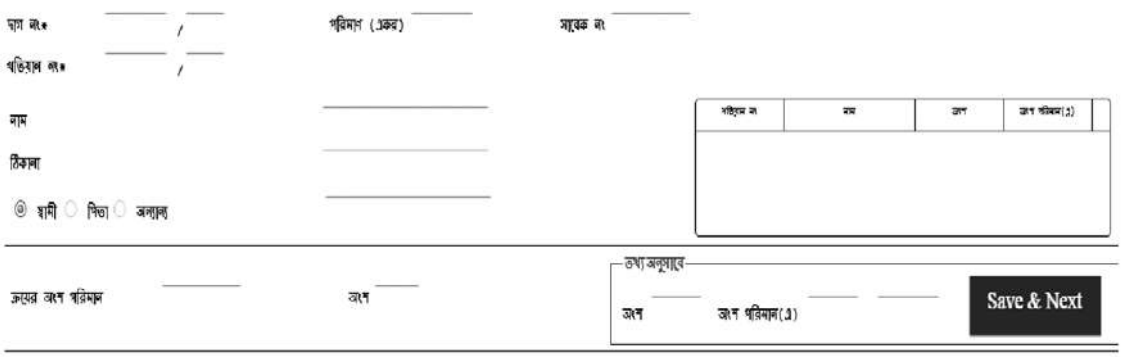

7. In 'List of Enclosures' grid, upload of copies of registered deed should be done mandatorily.

8. 'Processing Fee' & 'SOP for disposal of Mutation' grids shouldn't be incorporated in the application form.
9. 'Captcha' & 'check box' may be included at this point and 'Submit' option may be given.

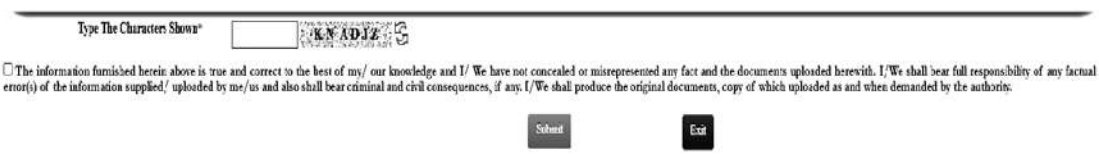

10. After successful payment through GRIPS redirection to the 'Banglarbhumi' portal does not happen which may be incorporated and get the application number easily.
11. GRN verification may be done through system only and after successful payment, system generated case no. should be given and application form and declaration forms should be auto downloaded.
12. For future reference, a detailed report of every filed applications like Mutation, Conversion, PI, Certified Copy etc. in the same login should be displayed in tabular format along with 'Current payment status' and 'Re-downloaded' option.
13. An option may be given to the applicant for further uploading different documents as and when required against an case number before Disposal of the case.
14. Format of the order sheet which is auto generated from eBhuchitra may be allow to change by the Revenue Officer concern . After Tamilling of the a Mutation case the order sheet may be Digitally Signed.

    Here a complete case record will be store in the system.
15. Complete digital case record of each and every Mutation case should be available at BLLRO's end for further reference.

Warish Application

1. In the 'Legal Heir Certificate Provided By' tab, option should be populated as per Memorandum No. 1511-LP/5M-33/15 dated 21/05/2019 of the Principal Secretary to the Govt. of West Bengal, L&LR&RR&R Department.
2. 'Reference No.' & 'Case Date' tabs may be masked.
3. In 'Predecessor Details' grid, if in 'Khatian Present' tab 'NO' is selected, then name, father's name and other details may be entered in English and populated to Bengali with correction facility, just like AADHAAR application.
4. Automatic allotment to the Revenue Officer through eBhuchitra system may be incorporated.

Conversion Application

i 'Plot entry' tab may be incorporated in 'particular of transferor' sub menu just like eBhuchitra and khatian numbers with details may be populated in the same tab or 'Drop Down' menu can be inserted.

ii 'Application No.' & 'Application Date' tabs may be masked.

iii 'Save & Next' tab may be incorporated in the bottom of each grid for going to next grid.

iv 'Captcha' & 'check box' may not be included at the bottom of all the grid and only be included in the last grid.

v In 'List of Enclosures' grid, upload of copy of Current RoR and Rent Receipt should be done mandatorily as per Memorandum No. 51-LP/1A-12/13 dated 05/01/2022 of the LRC and Secretary to the Govt. of West Bengal, L&LR&RR&R Department .

vi 'Processing Fee' & 'SOP for disposal of Conversion' grids shouldn't be incorporated in the application form.

vii 'Captcha' & 'check box' may be included at this point and 'Submit' option may be given.

viii After successful payment through GRIPS redirection to the 'Banglarbhumi' portal does not happen which may be incorporated and get the application number easily.

ix GRN verification may be done through system only and after successful payment, system generated case no. should be given and application form and declaration forms should be auto downloaded.

x For future reference, a detailed report of every filed applications like Mutation, Conversion, PI, Certified Copy etc. in the same login should be displayed in tabular format along with 'Current payment status' and 'Re-downloaded' option.

xi An option may be given to the applicant for further uploading different documents as and when required against an case number before Disposal of the case.

xii Format of the order sheet which is auto generated from eBhuchitra may be allow to change by the BL&LRO concern . After Tamilling of the a Conversion case the order sheet may be Digitally Signed.

Here a complete case record will be store in the system.

xiii Complete digital case record of each and every case should be available at BLLRO's end for further reference.

Digitally Signed Copy

1. Availability of the download option may be incorporated for a pre-defined period of time for digitally signed copy of Plot Information/Certified Copy/Plot Map.

○ সম্প্রতি ভূমি-অধিকর্তার করণ থেকে আর.ও.এস.আর.ও-২ এবং এস.আ.ও-১-দের বিভিন্ন বদলি-আদেশকে কেন্দ্র করে ক্যাডারদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ যথেষ্ট হয়েছে বস্তুত, বদলি আদেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন দি থেকেই বহু অসঙ্গতি হয়েছে। সমিতিগুলির পক্ষ থেকে পৃথকভাবে ডি.এল.আর.এস মহোদয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি যৌথভাবে তিনটি সমিতি পক্ষ থেকে একটি পত্র দিয়ে সাক্ষাৎকারে দাবী জানানো হয়েছে। পত্রটির বয়ান নীচে মুদ্রিত করা হ'ল:-

Asociation of Revenue Officers & Special Revenue Officers, West Bengal	Association of Land & Land Reforms Officers, West Bengal	West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

To
The Director of Land Records & Surveys
&
Joint Land Reforms Commissoners
West Bengal
Gopal Nagar, Road, Alipore, Kolkata-700 027

Sub: **Transfer and posting orders of the officials of Integrated set up.**

Respected Madam,

On behalf of the Associations consisting of the cadres in the rank of SRO-I, SRO-II and RO of this Department, we would like to state that the transfer and posting orders issued in past few months from your end are not commensurate with the existing transfer policy guidelines of the Department vide No. 571-Apptt. dt-29.01.2003 issued by L&LR Department.

We have tried to derive logic behind such orders but failed to get into terms with it. With great concern we are feeling a sense of awe and hopelessness amongst the cadre in general. Many families are getting disarranged because conventional norms are being flouted. Generally, SRO-IIs and ROs after serving a distant place of posting for a stipulated time get a posting nearer to home as per the existing transfer policy. But the above policy is being violated in recent orders.

These kins of orders are bringing down the morale of the cadre.

If we are allowed we can suggest to minimise the hardships of field level officers as far as practicable.

Kindly allot us suitable time to discuss the matter in details. We remain expecting. With regards.

(Kamal Sengupta)	(Krishanu Deb)	(Sumit Mukherjee)
General Secretary	**General Secretary**	**General Secretary**
Association of Revenue Officers & Special Reenue Officers, West Bengal	Association of Land & Land Reforms Officers, W.B.	West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

স্মৃতিলেখ

সমর তালুকদার

(১৯৫৫-২০২২)

সুপ্রসন্ন রায়

রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও কেউ কেউ এ জীবনে আত্মীয়ের আসন দখল করে নেয়। এই সম্পর্কে কখনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে না। এমনই এক হারিয়ে যাওয়া বিরল ব্যক্তিত্ব সমর তালুকদার, স্মৃতির পাতা ওল্টাতে গিয়ে ভেসে উঠলো সমরের কথা।

সমর সম্পর্কে এই লেখা আমার কাছে আজ অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারছিনা যে আজ আর সমর আমাদের মধ্যে নেই। সময় থেমে থাকলো না। আজও ফেলে আসা দিনগুলোয় সমরের কথা খুব মনে পড়ে। সমর দায়বদ্ধতার প্রশ্নে ছিল সকলের কাছেই এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর, এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমর তালুকদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৮৯ সালে। কালেকটরেট বিভাগ থেকে R.I পদে জয়েন করেন। আমিও সেটেলমেন্ট বিভাগ থেকে R.I. পদে জয়েন করি। D.L. & L.R.O.'র অধীনে আমি বারুইপুর ব্লকে এবং সমর জয়নগর ব্লকে জয়েন করেন। ১৯৯৩ সালে আমি এবং সমর বদলী হয়ে দুজনেই সোনারপুর ব্লকে জয়েন করি। তখন থেকেই আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। আমি সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির নেতৃত্ব এবং সমর W.B.M.O.A সমিতির নেতৃত্ব। সংগঠনের প্রতি ছিল গভীর আনুগত্য। সমস্ত কর্মচারীদের এবং বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে ছিল অমলিন সখ্যতা। বাঙাল ভাষায় কথা বলতো. ভীষণ রসিক মানুষ ছিলো। সেই সময় জেনেছি পরিবারের সকলেই বামপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। নেতাজীনগর কলোনী এলাকায় থাকতো। এলাকাতেও দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে মেলামেশা ছিলো।

২০০২ সালে আমরা দুজনেই বদলী হয়ে বারুইপুর ব্লকে আসি। ২০০৮ সাল পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে বারুইপুর ব্লকেই ছিলাম। বিভাগীয় কাজের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। খাজনা আদায় ক্যাম্পের স্থান নির্বাচন, টিম তৈরী করা, খাজনা আদায়ে নেতৃত্ব দেওয়া, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রচারে নেতৃত্ব দেওয়া অনায়াস দক্ষতায় প্রতিপালিত করতো।

২০০৮ সালে আমি R.O. পদে প্রোমোশন পেয়ে ভাঙর-১ ব্লকে চলে যাই। সমর ২০১২ সালে R.O. পদে প্রমোশন পেয়ে ক্যানিং-২ ব্লকে চলে যান এবং প্রথমেই ALLO. সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। আমি ২০১২ সালে অবসরগ্রহণ করলেও এখনও সংগঠনের সদস্য আছি। ২০১২ সালের পর আবার সাংগঠনিক স্তরে আমাদের যোগাযোগ হয়।

২০১৪ সালে আমাদের সমিতির চতুর্দশ সম্মেলন থেকে সমর কেন্দ্রীয় কমিটির সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং অবসর গ্রহণকাল পর্যন্ত ঐ পদের দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। ৩১.০৮.২০১৫ তারিখে ক্যানিং-২ ব্লক থেকে সমর তালুকদার চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

গত ১৭.১২.২০২২ তারিখে সমর তালুকদার নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক কন্যা এবং এক পুত্রকে রেখে যান। সমরের পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

স্মরণ

বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পরবর্তীকালে জীবনাবসান ঘটেছে—

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট **মিখাইল গর্বাচভ,** ব্রিটেনের রাণী **২য় এলিজাবেথ,** চীনের রাষ্ট্রপতি **জিয়াং জেমিন,**

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-**মানব মুখার্জী, মুলায়েম সিং যাদব, শান্তিভূষণ, জয়ন্তী পট্টনায়েক, শারদ যাদব, কেশরীনাথ ত্রিপাঠী,** শিল্পোদ্যোগী **সাইরাস মিস্ত্রী**, **জামশেদ ইরানি।**

ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব-**পেলে, জিয়ানলুকা ভিয়ালি, বাবু মানি, নরেশ কুমার, সমর (বদ্রু) ব্যানার্জী, আব্বাস মুনতারিস** (বাস্কেটবল), শ্যামল ঘোষ, তুলসীদাস বলরাম,

কবি-সাংবাদিক **কৃষ্ণ ধর**, কবি **নীলমনি ফুকন**,

চলচ্চিত্র, অভিনয় ও সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব-**রাজু শ্রীবাস্তব, জাঁ লুক গদার, কেভিন কনরয়** (ব্যাটম্যান খ্যাত), অভিনেতা **বিক্রম গোখলে, জিনা লোলোব্রিজিদা, বানী জয়রাম, সুমিত্রা সেন**,

বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালের সহঃ সুপার **অনির্বান হাজরা** (ডেঙ্গি) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তুরস্কের ভূমিকম্প সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, করোনা ও অন্যান্য সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে অগণিত মানুষ দেশে এবং বিদেশে অকালে প্রয়াত হয়েছেন।

প্রয়াতদের **স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।**

৩৪ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আলো

সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০২২
জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী ২০২৩

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯